ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪০১৫
করবুক, ০৪ নভেম্বর, ২০২৩

২৫ তম কালাঝারি উৎসবের উদ্বোধন
জনজাতি গোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার আন্তরিক ঃ সমবায় মন্ত্রী

রাজ্যের প্রত্যেকটি জনজাতি গোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে বর্তমান সরকার আন্তরিক। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং করবুক মহকুমা প্রশাসনের সহযোগিতায় করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে গত ২ ডিসেম্বর ২৫ তম কালাঝারি উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। তিনি বলেন, সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরী করে। আমাদের রাজ্যের সকল জনজাতি গোষ্ঠীর পাশাপাশি বাঙালিদেরও নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে। যেকোন গোষ্ঠীর নৃত্যশৈলী, সংগীত, চিরাচরিত খাবার তাদের নিজস্ব পরিচয় বহন করে। রাজ্যে পাহাড়, নদীগুলির নামেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে। কালাঝারি উৎসবও এই উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম।

অনুষ্ঠানে টিটিএএডিসি'র ই এম ডলি রিয়াং বলেন, আধুনিকতার পাশাপাশি প্রতিটি জাতি এবং জনজাতিদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে হবে। তিনি কালাঝারি উৎসব উদযাপনের উদ্দেশ্য ও কালাঝারি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জনজাতিদের সাংস্কৃতিক বিকাশের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন ২৫তম কালাঝারি উৎসবের আহ্বায়ক করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক পার্থ দাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং, শিলাছড়ি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান থৈঙ্গ মগ, করবুক ব্লক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব কুমার ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমনজয় রিয়াং, সমাজসেবী অসীম ত্রিপুরা, সুশীল রিয়াং, অবীন্দ্র রিয়াং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অতীন্দ্র রিয়াং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক মঞ্চে সারারাত ব্যাপী শিল্পীরা গড়িয়া, হজাগিরি, লেবাং বুমানি, মামিতা, বিজু, সাংগ্রাই, ধামাইল ইত্যাদি নৃত্য সহ লোক সঙ্গীত এবং আধুনিক সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে মোট ২৬টি সাংস্কৃতিক দল অংশগ্রহণ করে।

*****